পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নং - ২২৪১-২০৬০/২২১৯-৮৯৩০

সার্কুলার- ৫/২০১৫ তারিখ : ০২ - ০৪ - ২০১৫

কনভেনার প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। একদিকে আমরা ক্যাম্পাসে আক্রান্ত রক্তাক্ত হচ্ছি দুষ্কৃতীদের হাতে। ক্যাম্পাসের বাইরেও আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কথা বলার কোন অধিকার আজ শিক্ষকদের নেই। অন্যদিকে বিকাশভবন থেকে একের পর এক শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী প্রশাসনিক ফতোয়া জারি করে শিক্ষকদের চরম অসম্মানিত করা হচ্ছে। গত ৩১ মার্চ এমনই এক সরকারি আদেশনামা (No.312-Edn(CS)/5P-43/2014 dt. 31-03-2015) প্রকাশ করে UGC র দোহাই দিয়ে একটা বড় অংশের অধ্যাপক/অধ্যাপিকা বন্ধুর পুরোনো রেগুলেশন অনুযায়ী রীডার/ সিলেকসন গ্রেড লেকচারার পদে প্রমোশনকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং এ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ বেতন থেকে তিনটি Instalment-এ কেটে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যার ফলে রাজ্যজুড়ে সহস্রাধিক শিক্ষককে কয়েক লক্ষ টাকা করে ফেরৎ দিতে হবে। এমন কি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও রেহাই দেয়নি শিক্ষা দপ্তর। অধ্যাপক সমিতি মনে করে এই আদেশনামা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে যার ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার শিক্ষককে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হবে। আমরা এই আদেশনামা অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। সমিতি এই প্রসঙ্গে আইনজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। একই সাথে API/PBAS সংক্রান্ত আরো একটি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে যার ফলে পদোন্নতি বিষয়ে জটিলতা আরো বাড়বে।

এর আগে কোনো প্রকার সরকারি আদেশনামা ছাড়াই বেশ কিছু শিক্ষকের বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) কেটে নেওয়া হয়েছে অথবা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েক হাজার শিক্ষকের প্রমোশনের কাজ গত ৪ বছর ধরে ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। কেবলমাত্র আদালতের নির্দেশনামা হাতে পেলে বিকাশ ভবনে কাজ হবে এমন একটা ধারণা তৈরী হচ্ছে সর্বত্র।

অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও Ph.D/M.Phil এর অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না কোন শিক্ষক। COSA পদ্ধতিতে বেতন প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার যার ফলে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অধ্যাপক সমিতি বেতন প্রদানের এই নতুন পদ্ধতির বিরোধিতা করছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের ধারাবাহিক ভাবে করে চলা অনৈতিক কাজকর্ম ও স্বেচ্ছাচারের কারণে গত কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশ নিয়ে অস্থিরতা ও তাই নিয়ে শিক্ষকদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর যে ধরণের অপচেষ্টা চলছে তাতে অধ্যাপক সমিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। আংশিক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের চরম হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। এঁদের সময়ানুযায়ী বেতন বৃদ্ধি ও ছুটি সহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের বিষয়টি দ্রুত কার্যকর করবার দাবি জানাচ্ছে অধ্যাপক সমিতি।

১ এপ্রিল, ২০১৫ কর্মসমিতির সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে এই সব শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী সরকারি সিদ্ধান্ত ও ঘটনার প্রতিবাদে আগামী **২৭ এপ্রিল সোমবার বিকাশভবন অভিযান কর্মসূচী** গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক/অধ্যাপিকা বন্ধুদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অংশ নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সহ

শ্রুতিনাথ প্রহরাজ
সাধারণ সম্পাদক
৯৪৩৩৮২০৬১০